আমাদের শক্তি শান্তির বলে বলীয়ান... আমাদের মুক্তি দেশে দেশে মিলনের গান

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

রবিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬

স্থান : কেশব মেমোরিয়াল হল

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)

৭৮-বি, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

১.১. গত ২০১৩ সালের ২৯ মার্চ ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের কেশব মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত প্রথম রাজ্য সম্মেলনের পর আমাদের প্রিয় সংগঠন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে আমরা মিলিত হয়েছি। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজ্য সম্মেলনে আমরা আমাদের সংগঠন, সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করবো, আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবো এবং সংগঠনের নতুন রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত করবো।

১.২ রাজ্য সম্মেলনের আলোচনা-পর্যালোচনায় সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়ই বেশি গুরুত্ব পাওয়া ভালো। রাজ্যে কীভাবে আরও বেশি বেশি মানুষকে— আরও নতুন অংশের মানুষকে— সংগঠনের পরিধির মধ্যে টেনে আনা যায়— কীভাবে সংগঠনের ঘোষিত লক্ষ্যকে আরও ভালোভাবে রূপায়িত করা সম্ভব— কীভাবে আমরা সংগঠনকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তোলা যায়— এ সমস্ত বিষয়ে প্রতিনিধিদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ সম্মেলনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করবে।

১.৩. ঘটনাক্রমে আমরা এই রাজ্য সম্মেলনে মিলিত হচ্ছি মহান নভেম্বর বিপ্লবের শততম বর্ষে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র— সোভিয়েত ইউনিয়ন। জমি, শান্তি ও রুটির শ্লোগানে বলশেভিকরা জনগণকে সংগঠিত করেছিল। নতুন সরকারের প্রথম পদক্ষেপ ছিল জমি ও শান্তির জন্য ডিক্রি পেশ করা। সেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত সব সরকার ও জনগণের মধ্যে অবিলম্বে শান্তি আলোচনাসহ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ডাক দেওয়া হয় শান্তি ডিক্রিতে। অবিলম্বে শান্তি চুক্তি করার সংকল্প ঘোষণা করে নতুন সোভিয়েত সরকার। ঔপনিবেশিক ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও সেদিন অনুপ্রাণিত হয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের তুর্যধ্বনিতে।

পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট

২.১. সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র মতো সংগঠনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গেলে কোন পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক, জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আগামী জাতীয়

সম্মেলন (১৯-২১ জানুয়ারি ২০১৭) গৃহীত দলিলগুলিই আমাদের দিক নির্দেশ করবে। এই প্রতিবেদনে তাই আন্তর্জাতিক, জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

২.২ নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের সূত্রে সাম্রাজ্যবাদ নতুন এক পর্বে প্রবেশ করেছে। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে অনুকূল পরিবেশে অতীতের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদ অনেক বেশি আগ্রাসী। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে এই পর্বে নতুনতর ও জটিলতর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

২.৩. বিশ্বায়ন পর্বে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় হওয়ায় জাতি-রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকলেও এখনও পর্যন্ত তা অনেকটাই স্তিমিত। উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসক শ্রেণীগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সংঘাত থাকলেও সমাজতান্ত্রিক প্রতি-চাপের অনুপস্থিতির কারণে তারাও সমঝোতা ও আত্মসমর্পণের পথেই পা মিলিয়েছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনও আগের চেয়ে দুর্বল। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নকে সংহত করার অপচেষ্টা তীব্রভাবে বহাল। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে সাম্রাজ্যবাদ।

২.৪. নয়া উদারবাদ পর্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সর্ব পরিসরে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অতীতের সব নজির ছাড়িয়ে গেছে। কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক বীমা, আর্থিক বাজার, ব্যবসা, বাণিজ্য, খনি, বাগিচা, অরণ্য, নদী, টেলিকম, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো, পরিবহন, শিক্ষা, গবেষণা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, মিডিয়া, সংস্কৃতি, বিনোদন ব্যবসা, এমনকি পাড়ায় খুচরো ব্যবসা— কোনো ক্ষেত্রই আজ আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির আগ্রাসন থেমে মুক্ত নয়।

২.৫. গত আড়াই দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকা সত্ত্বেও সামরিক আস্ফালনের পথ থেকে সাম্রাজ্যবাদ সরেনি। বিশ্বে সামরিক খাতে মোট খরচের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ খরচ করে একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই মুহূর্তে নিজের দেশের বাইরে ছোটবড় প্রায় একহাজার সামরিক ঘাঁটি রয়েছে পেন্টাগনের। প্রায় পাঁচ হাজার পরমাণু বোমা রয়েছে আমেরিকার হাতে। ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বেই মার্কিন-নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট 'ন্যাটোর'র পরিধি উত্তর আটলান্টিকের দু'পাড় ছাপিয়ে প্রসারিত হয়েছে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। এমনকি

এশিয়াতেও। বিশ্বের সব প্রান্তে উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছে ন্যাটো শরিকরা। ন্যাটোর বাজেট ২০১৬ সালের চেয়ে ২০১৭ সালে চারগুণ বাড়ানো হয়েছে। আমেরিকা ঘোষণা করেছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলই এখন ওয়াশিংটনের প্রধান টার্গেট। এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর ৬০ শতাংশ মোতায়েন করা হবে। এখন রয়েছে ৪০ শতাংশ। শুধু সেনা বাড়বে না, আরও শক্তিশালী হবে সমরসজ্জা।

২.৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার শরিকরা দক্ষিণ চীন সমুদ্র এলাকাতেও ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে। অশান্তি বাড়ছে। এই অঞ্চলে চীন-ভিয়েতনাম মতপার্থক্য দূর হলে দক্ষিণ চীন সমুদ্র তথা এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য বৃদ্ধির চেষ্টা ভালোমতো বাধা পেতো। কোরীয় উপদ্বীপ অঞ্চলেও উত্তেজনায় উস্কানি দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার শরিকরা। এই অঞ্চলের শান্তি ও সুস্থিতির জন্য পরমাণু অস্ত্র নির্মূলকরণ এবং দুই কোরিয়ার একীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মুখে গণতান্ত্রিক কোরিয়ার আত্মরক্ষার অধিকারও অনস্বীকার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব আধিপত্যের জন্য আগ্রাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ চাপিয়ে দিয়েছে।

২.৭. লাতিন আমেরিকাতেও বামপন্থী বিকল্পের পরীক্ষানিরীক্ষার প্রক্রিয়াকে সাম্রাজ্যবাদ কোনো মতেই স্বস্তিতে থাকতে দিতে রাজি নয়। বামঘেঁসা সরকার পরিচালিত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলায় বিরোধী দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে তারা সবধরনের মদত দিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রপতি মাদুরোর সরকারকে যেকোনো উপায়ে ক্ষমতাচ্যুত করতে ওয়াশিংটন তৎপর। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় ভেনেজুয়েলার অর্থনীতিও সমস্যার মুখে। ব্রাজিলে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দিলমা রউসেফ অপসারিত হওয়ায় পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছে এবং সেদেশে দক্ষিণপন্থীরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের ফন্দি আঁটছে। ২০১৫-র ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনায় নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে দক্ষিণপন্থী সরকার। যদিও নিকারাগুয়ায় সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে জিতে আবার সরকার গঠন করেছে সান্দিনিস্তা ফ্রন্ট। এর মধ্যেই ২০১৫ সালের জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা গেছেন হাভানা সফরে। যদিও কিউবার বিরুদ্ধে আরোপিত বেআইনী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আমেরিকা এখনও পুরোপুরি প্রত্যাহার করেনি। কিউবার ভূখণ্ড গুয়ানতানামো থেকে মার্কিন সেনা ঘাঁটি এখনও সরানো হয়নি। এ প্রসঙ্গে গত আগস্টে (২০১৬) কলম্বিয়া পিপলস আর্মি

(ফার্ক)-র সঙ্গে কলম্বিয়া সরকারের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিউবা এই পুরো প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২.৮. সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, কিন্তু, চীনের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে যাবতীয় ষড়যন্ত্র। ইউক্রেনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার মধ্যে সংঘাত বেড়েছে। অনেকটা যেন ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়কার মতো। নতুন পর্বে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মরীয়া। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের সামরিক দখলদারির সমর্থনে নির্লজ্জের মতো সাফাই দিয়ে চলেছে ওয়াশিংটন।

২.৯. পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি উগ্র ইসলামী মৌলবাদকে শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে। তালিবান থেকে আইসিস— উগ্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদের বিপদ থেকে পৃথিবীর কোনো মহাদেশই মুক্ত নয়। একদা সমাজতন্ত্র ঠেকাতে ইসলামী যে মৌলবাদীদের লালন পালন করেছিল মার্কিন সরকার; ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ার মতো দেশগুলিতে জমানা-বদলের উদগ্র বাসনায় যে মৌলবাদীদের মদত দিয়েছিল ওয়াশিংটন, আজ তা বোতল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সিরিয়া-ইরাকের একাংশে উগ্র সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আইসিস আজ যা করছে তার পরিণতি কোথায় পৌঁছবে বলা শক্ত। সংকটের পরিণতিতে শরণার্থী সমস্যা এখন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের দাপট তো ছিলই, এখন বাংলাদেশও উগ্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদের হাতে আক্রান্ত। মৌলবাদীদের হাতে একের পর এক খুন হচ্ছেন মুক্তমনা ব্লগাররা। শাহবাগ আন্দোলনেরও সক্রিয় বিরোধিতা করেছে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি। আর সুযোগ বুঝে ওয়াশিংটন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর তাল করছে।

২.১০. বিশ্বায়ন পর্বে তীব্রতর হয়েছে মতাদর্শগত আক্রমণ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত, ইত্যাদি যাবতীয় সব ক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শগত আক্রমণ বেড়েছে। জনগণের, বিশেষত, শোষিত শ্রেণীগুলির বিভিন্ন অংশের বিরাজনীতিকরণ আলোচ্য সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, খণ্ড জাতীয়তাবাদ, পরিচিতি সত্ত্বার মতো প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলি চাঙ্গা করা হচ্ছে নয়া উদারবাদকে নিরাপদে রাখতে। সাম্রাজ্যবাদ যেমন যুদ্ধ-সংঘাত-অস্ত্র প্রতিযোগিতা — তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি এবং মতাদর্শ তার মজ্জাগত। তথাকথিত মুক্ত-বিশ্বের শিরেমাণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্টারনেট ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় বিশ্বজুড়ে নজরদারি চালাচ্ছে তালিবানি কায়দায়। ইন্টারনেট-সুরক্ষার নাম করে প্রতিটি দেশের টেলিকম ও ইন্টারনেট ব্যবস্থায় তারা

অন্তর্ঘাত চালাতে চায়। বিশ্বজুড়ে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় একতরফা নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায় সাম্রাজ্যবাদ।

২.১১. বিশ্ব পুঁজিবাদের বিবেকহীন লুঠেরা চরিত্রের পরিণতিতেই বাড়ছে জলবায়ুর সংকট। কিয়োটো প্রোটোকল আমেরিকা মানতে চায়নি। কার্বন নির্গমনের দায় উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতো পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নেও একতরফাভাবে তারা চলতে চাইছে।

২.১২. 'নয়া উদারবাদ বিকল্পহীন' – এই প্রচারকে কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য করা যাচ্ছে না— এমনকি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আর্থিক মন্দা পুরোপুরি কাটতে যত দেরি হচ্ছে তত সমস্যার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের উপরই। ছাঁটাই চলছে সামাজিক খাতে সরকারি বরাদ্দ। ২০০৮ সালে যে মহামন্দা শুরু হয়েছিল তার জের এখনও কাটেনি। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন পর্বে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে দারিদ্র, ক্ষুধা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, কর্মহীনতা। বিশ্বে জনগণের ১ শতাংশ সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিরা সম্পদের ৫০ শতাংশের মালিক। সম্পদের বন্টনে চূড়ান্ত বৈষম্য এ থেকে স্পষ্ট। পৃথিবীর ১৩০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করছেন।

২.১৩. নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থাবলীর বিরুদ্ধে আমেরিকাসহ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণবিক্ষোভ বাড়ছে। পশ্চিম ইউরোপের বেশ কিছু দেশে আছড়ে পড়ছে ধর্মঘট, প্রতিবাদ বিক্ষোভ। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলনে ৫০টি দেশের ১৫০০ শহরে মিছিল হয়েছে। শ্লোগান ছিল— 'তোমরা ১ শতাংশ, আমরা ৯৯ শতাংশ'। ইউরোপীয় সংসদের বিগত নির্বাচনে (মে ২০১৪) ইউরোপবাসী রায় দিয়েছেন, নয়া উদারনীতি, সরকারি বরাদ্দে ছাঁটাই, ব্যয়সঙ্কোচের বিরুদ্ধেই। ইউরোপীয় ইউনিনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ধরা পড়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনে সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত গণভোটের (২৩ জুন ২০১৬) রায়। সেদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চান, ব্রিটেন বেরিয়ে আসুক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে।

২.১৪. অতিসম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টনের উগ্র প্রচার যুদ্ধেও এই জটিলতা লক্ষ্য করা গেছে। 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন' শ্লোগান দিয়ে নির্বাচন জিতে আসা ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার আগ্রাসী ভূমিকাকে বহাল রাখবেন — একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দুই প্রার্থীই আর্থিক

সংকটের পশ্চাদপটে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে ব্যবহার করার কৌশল নেন। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এখন দক্ষিণপন্থী রাজনীতির রমরমা। ২০১৪-র ইউরোপিয়ান সংসদের নির্বাচনেও এক-চতুর্থাংশ আসন জেতে দক্ষিণপন্থীরা। জার্মানিতে গত ৩ সেপ্টেম্বর (২০১৬) অনুষ্ঠিত প্রাদেশিকস্তরের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী 'অলটারনেটিভ ফর জার্মানি' দল ভালো ফল করেছে।

২.১৫. অবশ্য, গত আড়াই দশকের অভিজ্ঞতা অবশ্য শুধু সাম্রাজ্যবাদের একতরফা আস্ফালন নয়। বিশ্ব রাজনীতির শক্তি ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে থাকলেও বিকল্পের সংগ্রামও বিদ্যমান। লাতিন আমেরিকায় বামমুখী সরকারগুলির 'বলিভারিয়ান বিকল্প'-র (আলবা) যৌথ কর্মসূচীতে তথাকথিত 'ওয়াশিংটনী ঐকমত্য' ভেঙে জনস্বার্থবাহী বিকল্প নীতিই স্বীকৃত। লাতিন আমেরিকায় ক্রমাগত একঘরে হবার চাপ অসহনীয় হওয়াতেই কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হবার পর কোন পথ নেন, সেটাই দেখার। পরিস্থিতির নিজস্ব চাহিদা মেনে বিশ্ব রাজনীতিতে দানা বাঁধছে বহুমেরুত্বের উপাদানগুলিও। চীন ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠা 'সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা' এবং রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত 'ব্রিকস' আন্তর্জাতিক মঞ্চে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থে আরও বেশি অধিকার দাবি করছে। যতদিন যাচ্ছে ততবেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ।

২.১৬. তবে সাংগঠনিকভাবে ও মতাদর্শগতভাবে খুব সংহত না হলেও নয়া পর্বের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার পৃথিবীর নানা প্রান্তে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণউদ্যোগের আন্তর্জাতিক সংহতিও বাড়ছে। অন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের ভূমিকা এখানেই গুরুত্বপূর্ণ। তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলন ব্যাতিরেকে নয়া উদারবাদের বিকল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল বা বিশ্ব শান্তি পরিষদও আলোচ্য সময়ে যথা সম্ভব তৎপর থেকেছে। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার বিগত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের আগে ২০১২ সালের ২০-২৩ জুলাই ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের অ্যাসেমব্লি আয়োজিত হয় নেপালের কাঠমাণ্ডুতে। এ আই পি এস ও এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের অ্যাসেমব্লি ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রাজিলে গত নভেম্বরের ১৮-২০ তারিখে (২০১৬)। গত ১৯-২০ অক্টোবর (২০১৬) মরোক্কায় অনুষ্ঠিত হয় আফ্রো-এশিয়ান পিপলস সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আপসো) দশম কংগ্রেস।

জাতীয় পরিস্থিতি

৩.১. সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান টার্গেট ভারতও। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির জন্য এদেশের শাসক শ্রেণীগুলি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নয়া উদার নীতির পথ নেওয়ায় সরকারের অবস্থানের উপর নেতিবাচক প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়ছে দেশের ভিতরে ও বাইরে। কর্পোরেট স্বার্থ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির মেলবন্ধন ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে নতুন মাত্রায়।

৩.২. বিগত রাজ্য সম্মেলনের চোদ্দ মাসের মাথায় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন হয়। 'আচ্ছে দিন'-র ঢক্কানিনাদ শুনিয়ে নির্বাচনের আগে বিজেপি দাবি করেছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কমানো হবে, কালোটাকা উদ্ধার করা হবে, দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা হবে। প্রতিশ্রুতি পূরণ দূর অস্ত, মোদী সরকার সর্বস্তরে আগের চেয়ে বেশি আগ্রাসীভাবে নয়া উদারবাদী নীতি কার্যকর করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর অভূতপূর্ব বোঝা। কর্মসংস্থানের বেহাল অবস্থায় তরুণ প্রজন্ম অসহায়। সমস্যা যত বাড়ছে তত নানা নাটুকেপনায় সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পথ নিচ্ছে মোদী সরকার। জলাঞ্জলি দিচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বার্থ।

৩.৩. দেশের শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিরও সাম্প্রদায়িকীকরণের অপচেষ্টা চলছে কোনো আইনের ধার না ধরে। হিন্দু পুরাণকে ভারতের ইতিহাস এবং হিন্দু ধর্মতত্ত্বকে ভারতীয় দর্শনরূপে চালানোর চেষ্টা চলছে। এসবই আসলে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল মূল্যবোধের ওপর অক্রমণ। প্রকাশ্য দিবালোকে নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে এবং ড. এম এম কালবুর্গির মতো ব্যক্তিদের খুনের ঘটনায় আসলে আক্রান্ত সংবিধান-প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনা।

৩.৪. মোদী সরকার তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা ও গুরুত্বহীন করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সক্রিয়। আঘাত আসছে গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর। আঘাত বাড়ছে শ্রমজীবী মানুষের লড়াই আন্দোলনের উপর। সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতার প্রকাশ ঘটছে বিভিন্ন প্রশ্নে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মতামত সম্পর্কে সরকারের সদম্ভ অবজ্ঞার মধ্যেও। আগ্রাসীভাবে একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে মোদী সরকার।

৩.৫. সংঘ পরিবার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্রকে পরিবর্তন করে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদী 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এ পরিণত করতে চায়। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের

বিরামহীন ষড়যন্ত্র বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীদের জাতপাত বিদ্বেষী চরিত্রও নতুন করে প্রকট হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীরা একদিকে যেমন সংকীর্ণ পরিচিতি সত্ত্বার কুরাজনীতিকে উস্কানি দিচ্ছে, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাদের বিকৃত ব্যাখ্যায় প্রতিফলিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি— সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাড়ানোই সব ক্ষেত্রে সংঘ পরিবারের লক্ষ্য।

মোদী সরকারের বিদেশনীতি প্রসঙ্গে

৪.১. স্বাধীন বিদেশ নীতি মেনে চলার বদলে ভারতের শাসক শ্রেণীগুলি গত আড়াই দশকে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন প্রকল্পে সাম্রাজ্যবাদের অধস্তন সহযোগীর ভূমিকা নিতে পতৎপর। মোদী সরকারের আমলে ভারত সরকারের সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁসা বিদেশনীতি আরও কয়েকধাপ এগিয়ে গেছে। হিন্দুত্ববাদীরা চিরকালই আমেরিকাকে তাদের স্বাভাবিক মিত্র বলে গণ্য করে। মোদী সরকার শাসিত ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে কার্যত অনুপস্থিত। এবছরের ১৩-১৮ সেপ্টেম্বর (২০১৬) ভেনেজুয়েলায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তদশ শীর্ষ বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোগ দেননি। এরকম ঘটনা প্রথম ঘটলো। সার্কের মতো আঞ্চলিক মঞ্চগুলিকেও কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না। দেশের স্বাধীন বিদেশনীতি বেপরোয়াভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে।

৪.২. ভারতের বিদেশ নীতিকে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব ভূ-স্ট্র্যাটেজিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার লক্ষ্যে। ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি মোদী সরকার নয়াদিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে আমেরিকা রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে প্রধান অতিথি করে। গত সাতাশ মাসে চারবার অমেরিকায় সরকারি সফরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রথমবার ২০১৪-র ২৬-৩০ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয়বার ২০১৫-র ২৬-৩০ সেপ্টেম্বর, তৃতীয় বার ২০১৬-র ৩১ মার্চ-১ এপ্রিল, আর সাম্প্রতিকতম সফর গত ৬-৮ জুন (২০১৬)। এই সফরকালে প্রকাশিত হয় ভারত-মার্কিন যৌথ বিবৃতি ('ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ইন্ডিয়া : এনডিওরিং গ্লোবাল পার্টনারস ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি', ৮ জুন ২০১৬)। গত ২৯ আগস্ট (২০১৬) ভারত-আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত তথাকথিত 'ডিফেন্স ও লজিস্টিক সাপোর্ট এগ্রিমেন্ট'-র ফলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সিগুলির অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। বিদেশি সেনাদের জন্য আমাদের সামরিক পরিকাঠামো ব্যবহারের সুযোগও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এতে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন

হবে। ভারতে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করে যাতে আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিগুলি বর্ধিত মুনাফা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করছে মোদী সরকার। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এবং বীমা ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ব্যবস্থা মার্কিন বহুজাতিকগুলির স্বার্থেই।

৪.৩. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে মোদী সরকার যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছে তাতে উন্নয়নশীল বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে ভারতের মানমর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি, সংসদে যে বিষয়গুলির বিরোধিতা করার কথা বলা হয়েছিল মোদী সরকার পশ্চিমী চাপে সেগুলিতে সম্মতি দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। একই ঘটনা ঘটেছে ডব্লিউ টি ও-র দোহা রাউন্ড আলোচনাতেও। ২০১৫-র ডিসেম্বরে কেনিয়ার নাইরোবিতে এই সম্মেলনে দেশের কৃষি ক্ষেত্র ও বাজারকে বিদেশিদের কাছে আরও উন্মুক্ত করার এবং ভারতের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার শর্ত লঙ্ঘন করার শর্তে সম্মতি জানানো হয়েছে। এমনটা ঘটেছে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনেও।

৪.৪ এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সামরিকীকরণের মার্কিন নীতি ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে সহায়ক না হলেও মোদী সরকার সাগ্রহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধস্তন সহযোগী হবার পথে পা বাড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভারতকে দাবার ঘুঁটি হিসেবেই চায়।

৪.৫. একই ঘটনা ঘটছে পশ্চিম এশিয়া প্রশ্নেও। ভারতের সঙ্গে প্যালেস্তাইন-বিদ্বেষী ঘনিষ্ঠতা এখন ক্রমবর্ধমান। ইজরায়েলের জায়নবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের গভীর সাযুজ্য দু'দেশের শাসকের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পরই তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় ইজরায়েল সরকার। তবে দেশের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়ার মুখে প্রধানমন্ত্রী নয়, ২০১৫ সালের অক্টোবরে ইজরায়েল সফরে যান ভারতের রাষ্ট্রপতি। ভারতের কোনো রাষ্ট্রপতির প্রথম ইজরায়েল সফর। সে সময় ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্যালেস্তাইনও ঘুরে আসেন। কিন্তু, প্যালেস্তাইন প্রশ্নে ভারতের সরকারের নীতির বদল ঘটায় গোটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমতের কাছে ভারতের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

৪.৬. প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারত সরকারের আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে যথাযথ সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পাকিস্তান প্রশ্নে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরেও উদ্যোগ নিতে হবে ভারত সরকারকে। ভারত-নেপাল সুসম্পর্কও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। নিজেদের

আর্থিক ও সামরিক স্বার্থেই আমেরিকার চীনবিরোধী রণকৌশলে ভারতকে জুড়ে নিতে চায়। কিন্তু তাতে ভারতের কোনো লাভ নেই। ভারত-চীন সম্পর্ক কেমন হবে তা সংশ্লিষ্ট দু'টি দেশই ঠিক করবে।

৪.৭. নানা ক্ষেত্রে ব্যর্থ মোদী সরকার এখন নানা জিগির তুলে তাদের সার্বিক ব্যর্থতা আড়াল করতে তৎপর। কিন্তু মোদী সরকার সংকীর্ণ স্বার্থে বিশেষত সেনাবাহিনীর সাফল্যকে নিজেদের দলের ও প্রধানমন্ত্রীর অনুকূলে টেনে আনার চেষ্টা করছে। উগ্র জাত্যাভিমান তৈরির চেষ্টা চলছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে। হিন্দুত্ববাদী শক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো দিন অংশ না নিলেও, এমনকি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও; এখন তারা 'জাতীয়তাবাদ' ও 'দেশপ্রেম'-র মানদণ্ড ঠিক করে দিতে চাইছে গায়ের জোরে। দেশের শিল্প সংস্কৃতির জগতেও তারা স্বঘোষিত 'অভিভাবক'-র ভূমিকায় অবতীর্ণ।

রাজ্যের পরিস্থিতি

৫.১. গত ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে যথেষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই গত রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। গত এপ্রিল-মে মাসে (২০১৬) রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রতিকূলতা বেড়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের অবনতি ঘটেছে। আমরা শুভবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পনন সমস্ত মানুষকে গণতন্ত্রের পক্ষে সমবেত হবার অনুরোধ জানাই। রাজ্যে নৈরাজ্যের পরিবেশের মধ্যেই ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করছে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি। সব ধরনের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির অপকৌশলের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের যেকোনো অপকর্মের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সমবেত করতে হবে।

৫.২. লক্ষ্যণীয়ভাবে, পশ্চিমবঙ্গের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারি মহল বেশ আগ্রহী। বিদেশ সচিব থাকার সময় হিলারি ক্লিন্টন এমন কি কলকাতায় উড়ে এসে মহাকরণে গিয়ে তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। দেখা করে যান পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতও। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের (২০১৬) পরও উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন কর্তাব্যক্তিরা সদলবলে ঘুরে গেছেন।

৫.৩. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কেও এরাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ উদাসীন নন। বাংলাদেশের ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে সামনে রেখে এরাজ্যে উভয় ধরণের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদই নানা অপকর্মে নিযুক্ত। উভয় ধরণের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদই সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করতে চায়। তাদের শ্লোগান

আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য অভিন্ন। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। আজও উগ্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির অন্দোলনের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সহমর্মিতা ও সংহতি জানাচ্ছে।

৫.৪. রাজ্যে শান্তি ও সংহতি অন্দোলনকেও বর্তমান পরিস্থিতির নিত্য নতুন প্রতিকূলতার মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে। যেসব সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এই প্রতিকূল সময়ে আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামী দিনে আরও বেশি সাংগঠনিক সক্রিয়তা নিশ্চিত করেই শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন : নতুন চ্যালেঞ্জ-নতুন প্রাসঙ্গিকতা

শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের পরিধি

৬.১. যুদ্ধের অনুপস্থিতি মানেই শান্তি নয়— শান্তির স্থায়ী নিশ্চয়তা নয়। তাই কেবলমাত্র যুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ সংঘাতের বিরোধিতা করেই শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের কাজ শেষ হয় না। সুস্থায়ী মানবোন্নয়নের ক্ষেত্রে যা কিছু প্রতিবন্ধকতা সেসবের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালাতে হয় শান্তি আন্দোলনকে। গণতন্ত্রের উপর আঘাত, রাজনৈতিক স্বৈরাচার, মৌলবাদী হিংসা, সন্ত্রাসবাদ বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণ পরিচিতি সত্ত্বা, বর্ণবৈষম্যের মতো প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র, লিঙ্গবৈষম্য—এসবের বিরুদ্ধে আজকের শান্তি আন্দোলন বিশ্বজুড়ে সরব। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি শাসিত সাম্রাজ্যবাদী নয়া উদারবাদী নীতি এবং বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। শান্তি আন্দোলনকে মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে রুখে দাঁড়াতে হবে। পরিবেশ রক্ষার পক্ষেও শান্তি আন্দোলনকে লড়তে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে বহুমেরুত্বের প্রবণতাগুলির পাশে দাঁড়ানো শান্তি আন্দোলনের কর্তব্য। শান্তি আন্দোলন নিজের সংগ্রামের পাশাপাশি অন্যের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানায়, একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়। শান্তি আন্দোলন এবং সংহতি আন্দোলন অবিচ্ছেদ্য— একে অন্যের পরিপূরক। পরস্পর নির্ভরতা আধুনিক পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য। শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সব দেশের জনগণের মধ্যে (পিপল-টু-পিপল) সৌহার্দ্যজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

নতুন চ্যালেঞ্জ

৭.১. নয়া উদারবাদ পর্বের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনও নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নয়া উদারবাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাবে শুধু আর্থব্যবস্থা নয়, সামাজিক রাজনৈতিক পরিসরেও যেন এক ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশের শাসক শ্রেণী নয়া উদারবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে একদা সহযোগীদের অনেকের ভূমিকা এখন বদলে গেছে— হয় তারা এই আন্দোলনে অনুপস্থিত, নয়তো দ্বিধান্বিত অথবা বিরোধী। এসবের নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পড়ছে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনেও।

৭.২. নয়া উদারবাদ সমাজের বিভিন্ন অংশের উপরও নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। এখন কর্মরত মানুষদের ৯৪ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। নিয়মিত স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা নগণ্য। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে। মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলনকেও নয়া উদারবাদের নেতিবাচক প্রভাবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নয়া উদারবাদে এই মুহূর্তে সুবিধাপ্রাপ্ত নব্য মধ্যবিত্তের মধ্যে নিজের চারপাশের জগত, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রকট। গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষও এখন অনেকগুলি স্তরে বিভাজিত। উন্নত চেতনাসম্পন্ন সংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের অংশগ্রহণের যে আগ্রহ অতীতে ছিল, সেখানেও এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।
চিন্তা ভাবনা মতাদর্শের ক্ষেত্রে নয়া উদারবাদের আঘাত তীব্র — উত্তর আধুনিকতাবাদ, সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থবাদ, বিরাজনীতিকরণের মতো প্রবণতাগুলি নয়া উদারবাদ পর্বের শাণিত অস্ত্র। নয়া উদারবাদের হাত ধরাধরি করে আছে সংকীর্ণ পরিচিতি সত্বা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের প্রাত্যহিক আগ্রাসন। আঘাত বাড়ছে যুক্তিবাদী চেতনার উপর। নয়া উদারবাদ অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে চায় সাম্রাজ্যবাদ এবং তার মোকাবিলার জরুরী প্রশ্নটিকে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে নয়া উদারবাদী জমানার ঘোর অপছন্দ।

নতুন প্রাসঙ্গিকতা

৮.১. নয়া উদারবাদকে যতই শক্তিশালী মনে হোক প্রতিদিন সে নতুনতর সংকটের জন্ম দিচ্ছে। ব্যবস্থা হিসেবে নয়া উদারবাদ মোটেই সংকটমুক্ত নয়। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন পর্বে সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। নয়া উদারবাদ আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বাড়িয়ে চলেছে। ক্রমশ বেশি সংখ্যক মানুষ নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায় বিপন্ন। ফলে আজ যাকে মনে হচ্ছে নয়া

উদারবাদের সুবিধাভোগী, কাল সে একই জায়গায় থাকবে না। বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদ নতুন নতুন অংশের মানুষকে সরাসরি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টেনেও আনছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, পরিস্থিতি এই মুহূর্তে প্রতিকূল হলেও শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে। বর্তমান সময়ে নতুনভাবে প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন। আমরা দেখছি, বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোনের নতুন নতুন উপাদান রয়েছে। কিন্তু উপাদান থাকলেই আন্দোলন স্বতস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়ে যাবে না। শান্তি ও সংহতি সংগঠনকে শক্তিশালী করেই আন্দোলন সংগঠিত করতে হয়।

৮.২. শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপাদানগুলিকে আরও সংহত করতে হবে। বিশ্বরাজনীতির অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতিই বিশ্ব শান্তির বিপদের কারণ। শান্তি আন্দোলনের অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতির সফল মোকাবিলার উপরই নির্ভরশীল। নয়া উদারবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই নতুন এক পর্ব। যে পর্ব আমাদের আরও স্পষ্ট করে শিখিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করেই আজকের দিনে শান্তি ও সংহতির আন্দোলনকে শক্তিশালী করা সম্ভব।

৮.৩. আমাদের প্রিয় সংগঠন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বহু-প্রবণতা সম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক সংগঠন। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও সংগঠন সারা ভারতে শান্তি ও সংহতি সংস্থার গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচিতে আস্থাশীল হলেই সদস্যপদ পেতে পারেন। বেশিরভাগ মানুষই শান্তি সংহতি আন্দোলনের যোগ দেন সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতি সম্পর্কে সচেতন হবার আগেই। উদার মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও অনেকে আসেন। কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার গুরুত্ব বুঝতে পারেন। সংগঠনের সমস্ত সদস্যের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিক উদ্যোগ নিতে হবে।

৮.৪. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাড়তি উদ্যোগ নিয়েই শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে মতাদর্শগতভাবে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত, পরিস্থিতির জটিলতা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের যোগ কোথায়— তা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তুলে ধরতে হবে। আগের চেয়ে অনেক বেশি তৎপর হয়ে নিরন্তর মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই যে মানুষ সংগঠনে আসেননি তাঁকে আনতে হবে। আবার যে

মানুষ আসতে চান, তাঁদের সবার কাছে আমরা পৌঁছতে পেরেছি, এমন মনে করারও কারণ নেই।

প্রচার-আন্দোলনে অগ্রাধিকার

৯.১. বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট এবং শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জগুলি বিবেচনা করে রাজ্যে প্রচার-অন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কতগুলি বিষয়কে আমরা অগ্রাধিকার দিতে পারি। যেমন : সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব; দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিপদ; সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা; জাতীয় স্বার্থে স্বাধীন বিদেশ নীতির অপরিহার্যতা; দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা; লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা; পালেস্তাইন মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানানো; ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরোধিতা; ইত্যাদি। ছাত্র-যুব, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, কর্মচারী, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি আমাদের সংগঠনের কাজকর্মে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আজকের সময়ে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের পরিধি ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সদস্যদের আরও ওয়াকিবহাল করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলিতে অগ্রাধিকার দিয়ে এককভাবে এবং সমমনোভাবাপন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্যজুড়ে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

সাংগঠনিক কাজকর্ম

১০.১. গত রাজ্য সম্মেলনের পর নতুন রাজ্য কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করে। নতুন রাজ্য কমিটিকে রাজ্যের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই কাজ করতে হয়েছে। তার উপর, পঞ্চায়েত নির্বাচন (২০১৩), লোকসভা নির্বাচন (২০১৪) এবং ২০১৬ সালের প্রথমার্ধে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের সময় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বেশ কয়েক মাস সংগঠনের কর্মসূচী সংগঠিত করা বেশ কঠিন ছিল। গত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে সংগঠনের কাজকর্মে ইতিবাচক দিকগুলি যেমন ছিল, তেমনই নানা ধরনের অসুবিধা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল।

ইতিবাচক দিক

১০.২. বিগত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী আমরা পালন করতে পেরেছি। নানাবিধ প্রতিকূলতা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও নিয়মিত কর্মসূচী

পালনে সংগঠন জোর দিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তাৎক্ষণিক ঘটনার ভিত্তিতেও মিছিল, মিটিং, আলোচনা চক্রের মতো কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়েছে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের **১নং পরিশিষ্টে** বিদায়ী কমিটি আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীর তালিকা যুক্ত করা হয়েছে।

১০.৩. সংগঠনের পরিচিতিও বেড়েছে। সংগঠন সম্পর্কে মানুষের ধারণা সাধারণভাবে ইতিবাচক। কর্মসূচী পালনে বৈচিত্র্য সামান্য হলেও বেড়েছে। সামান্য হলেও তহবিল বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। সাংগঠনিক সদস্য সংগ্রহের সূত্রে বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও সমাজের বিভিন্ন অংশের নতুন কিছু মানুষকে সংগঠনের কাজে যুক্ত করা গেছে।

১০.৪. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার ভূমিকা কাজকর্ম সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলন এবং জাতীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে বারবার প্রশংসিত হয়েছে। রাজ্য শাখার প্রতিনিধিরা সর্বভারতীয় কর্মসূচীতে নিয়মিত অংশ নেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আন্তর্জাতিক স্তরে আয়োজিত কর্মসূচীগুলি / অনুষ্ঠানগুলিতেও শান্তি ও সংহতি সংগঠনের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি দলের হয়েও রাজ্য শাখার নেতৃত্ব/সংগঠকরা নিয়মিত অংশ নেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। রাজ্য থেকে জাতীয় এবং অন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০.৫. নিয়মিত কর্মসূচী পালনের পাশাপাশি বিগত তিনবছরে একাধিক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা গেছে। যেমন : (১) বার্ষিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে সাফল্যের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা গেছে। (২) সংগঠনের রাজ্য কমিটির বুলেটিন 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা' প্রকাশ করা গেছে। যদিও তা অনিয়মিত। (৩) নতুন রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সংগঠনের ওয়েবসাইট চালু করা গেছে। রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইটটিও বিশ্ব শান্তি পরিষদ তাদের ওয়েবসাইটে দিয়েছে। (৩) রাজ্য কমিটির তরফে চারটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে—(ক) 'একনজরে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন, ২০১৩'; (খ) সীতারাম ইয়েচুরি প্রদত্ত প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা (বিষয় : 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ১০০ বছর'); (গ) রাজ্য কমিটির পৃষ্ঠপোষক ও সদস্যদের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের নাম ঠিকানা সম্বলিত পুস্তিকা; (গ) আমানুল্লা খান প্রদত্ত ভাষণ দ্বিতীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা (বিষয় : 'বিশ্বায়ন পর্বে বিশ্বশান্তি')। এছাড়া, ফিদেল কাস্ত্রোর ৯০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ১৩ আগস্ট ২০১৬ আয়োজিত সভার জন্য মন্দাক্রান্তা সেনের লেখা 'ফিদেল, তোমাকে' কবিতাটিকে চার রঙা কার্ড আকারে ছাপা হয় দর্শকদের কাছে বিলি করার

জন্য। (৪) রাজ্য কমিটি বৈঠকে আলোচনা করে বছরের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ দিনকে চিহ্নিত করেছে (**২নং পরিশিষ্ট দেখুন**)। এর মধ্যে কয়েকটি দিন রাজ্য অথবা / এবং জেলাস্তরে আমরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করতে পারি, কিছু দিন উদ্‌যাপনের জন্য আমরা রজ্যাবাসীর কাছে আবেদন জানাতে পারি। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বিষয়গুলির তাৎপর্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেইসঙ্গে এই উদ্‌যাপন থেকে আমাদের সংগঠনের কাজের পরিধি এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কেও সাধারণ মানুষ যথাযথ ধারণা পেতে সাহায্য করবে।

সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা

১০.৬. কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতাও ছিল। প্রথমত, শান্তি ও সংহতি আন্দোনের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণার ঘাটতি। দ্বিতীয়ত, এমনকি রাজ্য কমিটির সদস্যদের অনেকেরও সংগঠন সম্পর্কে আগ্রহের ঘাটতি কাটানো যায় নি। তৃতীয়ত, দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নানা কাজের সুবাদে ব্যস্ততার জন্য নির্দিষ্টভাবে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে সময় দেওয়া কারও কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। চতুর্থত, সংগঠনে সক্রিয় তরুণ তরুণীর ঘাটতি রয়েছে। পঞ্চমত, অনেক কর্মসূচী পালিত হলেও সাংগঠনিক তৎপরতায় ধারাবাহিকতার অভাব ছিল। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুততার সঙ্গে জনসমাবেশ সংগঠিত করা যায়নি। ষষ্ঠত, কর্মসূচী পালনে আরও বৈচিত্র্য আনার দরকার থাকলেও তা করা যায়নি। বৈচিত্র ছাড়া, নানা অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করা শক্ত। সপ্তমত, বহু সংগঠন যেমন পাশে দাঁড়িয়েছে, তেমনই অনেক সংগঠনকে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তোলা যায়নি। অষ্টমত, সংগঠনের আর্থিক অবস্থা এখনও সন্তোষজনক নয়।

রাজ্য কেন্দ্র পরিচালনা

১০.৭. সংগঠনের রাজ্য কেন্দ্রের কাজকর্মে ঘাটতি রয়েছে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও রাজ্য কমিটির অনেক সদস্যের নিয়মিত রাজ্য কেন্দ্রে আসা এবং নিয়মিত কাজকর্মে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে খামতি ছিল। পাশাপাশি কতগুলি বাস্তব সমস্যার মধ্যেই আমাদের কাজ সামলাতে হয়েছে। প্রসঙ্গত ২০০৭ সাল থেকেই এন্টালির কাছে ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের আন্তরিক সহযোগিতায় তাদের দপ্তরের (নিরঞ্জন মুখার্জী ভবন; ৫ শরৎ ঘোষ স্ট্রিট, কলকতা-১৪) একতলার একটি ঘরে এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির দপ্তরের কাজ চলতো। অ্যাসোসিয়েশনের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবার প্রাক্কালে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি থেকে

কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে (৫৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯) জনবাদী লেখক সংঘের রাজ্য দপ্তর (৪০২ নং ঘর) থেকে আমরা অস্থায়ীভাবে এ আই পি এস ও-র রাজ্য কেন্দ্রের কাজকর্ম করছি।

রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক

১০.৮. সংগঠনের রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বেশ কয়েকটি বৈঠক হলেও (**৩নং পরিশিষ্ট দেখুন**) আরও বেশি বৈঠক হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, বৈঠকগুলিতে উপস্থিতির হার মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। উপস্থিতির হার আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। রাজ্য কমিটির কয়েকজন সদস্য তিন বছরে একটি বৈঠকেও উপস্থিত হননি এবং সংগঠনের কোনো কর্মসূচীতে যোগ দেননি অথবা নামমাত্র যোগ দিয়েছেন। সংগঠনের নেতৃস্থানীয়দের কেউ কেউ সংঠনের কাজকর্ম থেকে কার্যত সরে গেছেন।

জেলা স্তরে

১০.৯. সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থাকে আরও বেশি সক্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জেলাস্তরে সাংগঠনিক কাঠামো প্রসারিত করতে হবে। ইতিমধ্যে হাওড়া জেলায় কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি (২০১৬) জেলা কনভেনশন থেকে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। অন্য জেলাগুলিতেও জেলা কমিটি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে জেলাগুলিতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য সংগ্রহের ভিত্তিতে কনভেনশন করে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সদস্য সংগ্রহ

১১.১. সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে গত তিন বছরে আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। প্রতি বছর সভ্য সংগ্রহ করা ও সভ্যপদ পুনর্নবীকরণের অভ্যাসটাই আমাদের সংগঠনে কার্যত সেভাবে গড়ে উঠেনি। ২০০৭ সালে ভারত-ভিয়েতনাম উৎসবের সময় সংগঠিত উদ্যোগ নিয়ে কয়েক হাজার সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। তারপর গত সম্মেলনের আগে উদ্যোগ নিয়ে বেশ কিছু সদস্য সংগ্রহ করা হয়। গত রাজ্য সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, প্রতি বছর নিয়মিত সদস্য সংগহ করা হবে। কিন্তু, সেই পরিকল্পনা পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি। সাংগঠনিক সামর্থ্যেও ঘাটতি ছিল। রাজ্য কমিটির

প্রত্যেক সদস্যকে ন্যূনতম ৫টি করে আজীবন সদস্য এবং ২০টি করে বার্ষিক সদস্য সংগ্রহ করতে হবে— এই পরিকল্পনা কাগজে-কলমে রয়ে গেছে। নতুন কমিটিকে পরিকল্পনা করে সাংগঠনিক উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু রাজ্য কমিটির সদস্যদের নয়, প্রত্যেক সদস্যকেই তাঁর সাধ্যের মধ্যে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১১.২. সংগঠনের সদস্যপদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশি সংখ্যায় সদস্য সংগৃহীত হয় সংগঠনগত সদস্যপদের সূত্রে। কয়েকটি মাত্র গণসংগঠনই এক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে সদস্যপদ পুনর্ণবীকরণ করেছে। বলা বাহুল্য, গণসংগঠনগুলি যাতে প্রতি বছর সংগঠনগত সদস্যপদ গ্রহণ করে সে ব্যাপারে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। অনেকগুলি গণসংগঠন রয়েছে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংগঠনগত সদস্যপদ গ্রহণে রাজি করানো সম্ভব। কয়েকটি সংগঠনকে বেশি সংখ্যায় সদস্যপদ গ্রহণ করানো যেতে পারে।

১১.৩. এ আই পি এস ও-তে গোড়া থেকেই বিভিন্ন গণসংগঠন, বিশেষত শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, মহিলা, ছাত্র, যুব, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সাংগঠনিক সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন গণসংগঠনকে এ আই পি এস ও-র সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এ আই পি এস ও-কে এই ধরণের গণসংগঠনগুলির মিলিত মঞ্চ হিসেবেই চলতে হবে। প্রসারিত করতে হবে।

১১.৪. সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সদস্য সংগ্রহের উপরও জোর দিতে হবে। বার্ষিক ও আজীবন— উভয় ক্ষেত্রেই। সংগঠনগত সদস্যের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব যতটা সংশ্লিষ্ট গণসংগঠনের— ততটা এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির নয়। ব্যক্তিগত সদস্য সংগহ কতটা করা গেল তা থেকে সংগঠনের সক্রিয়তা বেশি বোঝা যায়। তবে জেলা প্রস্তুতি কমিটিগুলি গঠিত হলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে আশা করা যায়।

সদস্যদের মধ্যে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন গড়তে হবে। গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গকে যুক্ত করেই আমাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে। বিশিষ্ট লেখক শিল্পী অভিনেতা নাট্য ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ চিকিৎসক ক্রীড়াবিদদের আরও বেশি করে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে যুক্ত করতে হবে। সংগঠন পরিচালনায় বয়সে নবীনদের এবং মহিলাদের আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে। সদস্য সংগ্রহের সময় এই বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। সংগঠনকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব।

আর্থিক তহবিল

১২.১. রাজ্য কমিটিকে নিজস্ব কাজকর্ম চালানো ছাড়াও সদস্য সংগ্রহ ও বিশেষ তহবিলের জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বভারতীয় কমিটিকে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। নিয়মিত কর্মসূচী পালন করার খরচাও প্রতিদিন বাড়ছে। সংগঠনের তহবিল সংগ্রহের প্রশ্নে গত রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি। সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও ঘাটতি রয়েছে। রাজ্য কমিটির আর্থিক তহবিলের অবস্থাকে কোনোক্রমেই সন্তোষজনক বলা যায় না। অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি সাংগঠনিক কর্মতৎপরতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংগঠনের আর্থিক অস্থাকে উন্নত করতে নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

আগামী দিনের কাজ

১৩.১. বিগত তিন বছরে কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংগঠনকে আরও সফল করে তুলতে আগামী দিনে যে কাজগুলি আমাদের করতে হবে—

(ক) পরিস্থিতি বিবেচনায় সংগঠনের কাজে গতি আনতে আরও সংগঠিতভাবে নতুন রাজ্য কমিটিকে কাজ করতে হবে। সাব কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে সংগঠন পরিচালনায় যৌথ কাজের ধারা আরও শক্তিশালী করতে হবে।

(খ) সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা একটি বহু-প্রবণতা ভিত্তিক সংগঠন। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ ও প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় আস্থাশীল ব্যক্তি ও সংগঠন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থায় স্বাগত। বার্ষিক, আজীবন এবং সংগঠনগত সদস্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে বাড়াতে হবে।

(গ) রাজ্য কমিটির দপ্তর নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় খোলা রাখতে হবে। সপ্তাহে ন্যূনতম দু'দিন। রাজ্য দপ্তরের ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন রাজ্য দপ্তরে উপস্থিত হবার চেষ্টা করতে হবে। রাজ্য কমিটির সদস্যদের সংগঠনের কর্মসূচীগুলিতে নিয়মিত উপস্থিত হবার চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত জেলা কমিটিগুলি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে জেলাগুলিতে কনভেনশন করে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। জেলা প্রস্তুতি কমিটিগুলিতে তিনজন যুগ্ম আহ্বায়ক থাকবেন, তাঁদের মধ্যে একজন হবেন যুগ্ম আহ্বায়ক (কোঅর্ডিনেটর)। জেলা কমিটি গঠিত হলে তিনজন যুগ্ম সম্পাদক থাকবেন, তাঁদের মধ্যে একজন হবেন যুগ্ম সম্পাদক (কোঅর্ডিনেটর)।

(ঙ) কাজের সুবিধার জন্য ও যৌথ কাজের ধারা আরও সংগ্রহ করতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব ভাগ করতে হবে। রাজ্য কমিটি সাব-কমিটিগুলি পুনর্গঠন করবে। যেমন— (১) অর্থ এবং সদস্য সংগ্রহ সাব কমিটি, (২) প্রোগ্রাম সাব কমিটি, (৩) বুলেটিন সাব কমিটি, (৪) দপ্তর সাব-কমিটি এবং (৫) ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া সাব কমিটি। আর কোনো নতুন সাব কমিটি গঠনের প্রয়োজন হলে রাজ্য কমিটির অনুমোদনক্রমে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী তা করতে পারবে। সাব কমিটিগুলির কাজের রিপোর্ট রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর মাধ্যমে রাজ্য কমিটির বৈঠকে লিখিতভাবে পেশ করতে হবে।

(চ) রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী করতে হবে। তবে কাজে আরও বেশি সমন্বয় আনতে আপাতত: প্রতি দু'মাসে অন্তত একবার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক এবং প্রতি তিন মাস অন্তর রাজ্য কমিটির বৈঠক করার চেষ্টা করতে হবে।

(ছ) সংগঠনের আয় এবং ব্যয়ের অডিটের কাজ প্রতি বছর সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্য কমিটির বৈঠকে আয় এবং ব্যয়ের তথ্যাদি পেশ করতে হবে।

(জ) রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নতুন এই প্রত্যুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে নতুন নতুন অংশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে। প্রচারের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়াগুলিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করা হবে। আমাদের প্রচার কার্য্যে সোশ্যাল মিডিয়াকে আরও দক্ষতার সঙ্গে ও সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আছে। বিশেষত তরুণ তরুণীদের মধ্যে প্রচারে এর গুরুত্ব আছে।

(ঝ) বছরে অন্তত চারটি সংখ্যা 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা' প্রকাশ করতে হবে। শান্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হবে।

(ঞ) সাংগঠনিক সদস্য আরও প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। সংগঠনগুলিকে চিহ্নিত করে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে সংগঠন-ভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। সংগঠনগত সদস্যপদ রাজ্য কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ।

(ট) বার্ষিক সদস্যের সংখ্যা বাড়াতেই হবে। বার্ষিক সদস্য সংখ্যা আমাদের মতো সংগঠনের নিয়মিত সক্রিয়তার প্রমাণ। রাজ্য কমিটির সব সদস্যকে এই কাজে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দিতে হবে।

(ঠ) সংগঠনকে সক্রিয় রাখতে, নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। নতুন রাজ্য কমিটি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দানবাবদ নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে।

(ড) আজকের সময়ে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের পরিধি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে হবে।

(ঢ) সংগঠনকে লাগাতার নানা ধরনের কর্মসূচী পালন করে যেতে হবে। কলকাতার সঙ্গে জেলাতেও। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচীর পাশাপাশি ঘটনার গুরুত্বের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক কর্মসূচীও পালন করতে হবে।

(ণ) ছাত্রছাত্রী কিশোর কিশোরীদের মধ্যে নানা ধরণের কর্মসূচীর মাধ্যমে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের মূল বিষয়গুলি তুলে ধরতে হবে। নতুন নতুন গণসংগঠনকে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরতে হবে সহজ ভাষা ও ভঙ্গিতে।

(ত) সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের পরিধি বাড়াতে হবে— নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে সেই সব সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় ও যৌথ কর্মসূচী প্রসারিত করতে হবে।

(থ) সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা শুধুমাত্র আলোচনা মতবিনিময়ের মঞ্চ বা উন্নাসিক বিতর্কসভা নয়; সংগঠনের লক্ষ্যপূরণে যত বেশি সম্ভব মানুষকে সমবেত করে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা সংগঠনের মৌলিক দায়িত্ব।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জিন্দাবাদ

এ আই পি এস ও জিন্দাবাদ

পরিশিষ্ট-১

গত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে পালিত বিভিন্ন কর্মসূচী

২০১৩

৬-৭ এপ্রিল ২০১৩ : হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল একজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অঞ্জন মুখার্জি, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), মৌসুমী রায়, জয়ন্তকুমার মুখার্জি ও অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য অংশ নেন।

১৯ মে ২০১৩ : কলকাতায় আই টি সি পার্কে হো চি মিনের ১২৪তম জন্মদিব পালন। বক্তব্য রাখেন গীতেশ শর্মা, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা, ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত নু উয়েন থান থাঙ, সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। হো চি মিনের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

৭ জুন ২০১৩ : অবনীন্দ্র সভাঘরে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত রাজীব গান্ধী অ্যাকশান প্ল্যানের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনাচক্র। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন নির্বেদ রায়, অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

২৬ জুলাই ২০১৩ : অবনীন্দ্র সভাঘরে সারা ভারত শান্তি ও সংশতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মনকাডা দিবস পালিত হয়। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন রবীন দেব, ভানুদেব দত্ত, ড. বরুণ মুখার্জী এবং নীলোৎপল বসু। অতিথিদের স্বাগত জানান সংগঠনের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক (কোঅর্ডিনেটর) অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভা শেষ ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক অশোক গুহ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংগঠনের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক মৌসুমী রায়।

২৬ জুলাই ২০১৩ : অবনীন্দ্র সভাঘরে ঐতিহাসিক মনকাডা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বুলেটিন 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকার কপি তুলে দেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসুর হাতে।

৬ আগস্ট ২০১৩ : সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে হিরোশিমা দিবস স্মরণ করা হলো গত ৬ আগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে। বহু বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে সভাগৃহ পূর্ণ ছিল। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পশ্চিমবঙ্গ উচচশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ও সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক

ড. সুবিমল সেন, এ আই পি এস ও-র অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক এবং রাজ্য সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব, রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য এবং সংগঠনের রাজ্য সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মনোজ ভট্টাচার্য, রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং এ আই পি এস ও-র অন্যতম রাজ্য সহ-সভাপতি অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ইসকাফ-র সাধারণ সম্পাদক এবং এ আই পি এস ও-র রাজ্য কমটির অন্যতম সদস্য বন্দনা ভট্টাচার্য এবং সংগঠনের অন্যতম সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সিন্‌হা। সভায় দুটি প্রস্তাব পেশ করেন যথাক্রমে এ আই পি এস ও-র অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক অঞ্জন মুখার্জী এবং এ আই পি এস ও-র রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস চক্রবর্তী। দুটি প্রস্তাবই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। অনুষ্ঠানের গোড়ায় অতিথিদের স্বাগত জানান সংগঠনের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক (কোঅর্ডিনেটর) অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভায় আলোচকরা বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষিতে হিরোশিম দিবস স্মরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ : চোদ্দটি বামপন্থী দলের ডাকে রাণী রাসমনী অ্যাভেনিউ থেকে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত যুদ্ধবিরোধী মহামিছিলে যোগ দেয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিও। এ আই পি এস ও-র তরফ থেকে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলোও মিছিলের সঙ্গে গোটা পথ পরিক্রমা করে।

৬ অক্টোবর ২০১৩ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে আলোচনা চক্র। বক্তা : অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। বিষয় : 'মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বশান্তি'। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

২৯ নভেম্বর ২০১৩ : ভিক্টোরিয়া কলেজ হলে (কেশব মেমোরিয়াল হল) আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'প্যালেস্তাইন সমস্যা ও আমাদের সংহতি'। বক্তা মহম্মদ সেলিম, ড. রবীন চক্রবর্তী। প্রস্তাব পেশ করেন অঞ্জন মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ। কঙ্কন ভট্টাচার্য ও মন্দিরা ভট্টাচার্য সংগীত পরিবেশন করেন।

২০১৪

১-২ মার্চ ২০১৪ : নেপালের কাঠমাণ্ডুতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক বৈঠক। এ আই পি এস ও-র কাঠমাণ্ডু বৈঠকে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। তিনি আলোচনাতেও অংশ নেন। বৈঠকে মূল অলোচ্য বিষয় ছিল : 'ট্রান্সফর্মিং এশিয়া-প্যাসিফিক এ কন্টিনেন্ট অফ পীস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট : চ্যালেঞ্জ বিফোর দ্য পীস মুভমেন্ট'। বৈঠক থেকে একগুচ্ছ কর্মসূচী গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, এ আই পি এস ও বিশ্বশান্তি পরিষদের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বয়কারী সংগঠন। বৈঠকে এ আই পি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক পল্লব সেনগুপ্ত মূল প্রতিবেদনটি পেশ করেন। বক্তব্য রাখেন বিশ্বশান্তি পরিষদের একজিকিউটিভ সেক্রেটারি ইরাক্লিস সাভদারিদিস এবং নেপাল পীস অ্যান্ড সলিডারিটি কাউন্সিলের কোঅর্ডিনেটর রবীন্দ্র অধিকারী।

১৯ মে ২০১৪ : রাজ্য কমিটির তরফ থেকে আই টি সি পার্কে হো চি মিনের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

১৮ জুলাই ২০১৪ : আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে রাণুছায়া মঞ্চে আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সহযোগিতায় ছিল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন, নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন, অল ইন্ডিয়া ইয়ুথ লীগ, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ব্লক, রেভলিউশনারী ইয়ুথ ফ্রন্ট, প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, পি ওয়াই এফ আই, ওয়াই ডি এস পি, এস ওয়াই ও এবং আর ওয়াই বি। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

২৬ জুলাই ২০১৪ : মনকাডা দিবস পালন। এ বি টি এ হলে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অমিয় বাগচি, কল্যাণ সেন বরাট। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

৯ আগস্ট ২০১৪ : নাগাসাকি দিবস প্যালেস্তাইনের গাজায় ইজরায়েলী বাহিনীর হানাদারির প্রতিবাদে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে আমেরিকান সেন্টার পর্যন্ত মিছিল। ভারতীয় যাদুঘরের কাছে পুলিস মিছিল আটকালে রাস্তার উপরই আয়োজিত সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু, রবীন দেব, চন্দন সেন, মনোজ ভট্টাচার্য, রথীন চক্রবর্তী, অমিতাভ চক্রবর্তী, গোরা ঘোষ, অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ : কলকাতায় রামলীলা ময়দান থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত ১৫টি বামপন্থী দলের ডাকা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মহামিছিলে এ আই এ পি এস ও অংশ নেয়।

২৯ নভেম্বর ২০১৪ : আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উদ্‌যাপিত হয় রাজ্য কমিটির তরফ থেকে। সেই উপলক্ষে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সবজি বাজার পর্যন্ত একটি সুসজ্জিত মিছিল হয়। তারপর সবজি বাজার মোড়ে একটি পথ সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রমোধ চন্দ্র সিন্‌হা। সভায় ভাষণ দেন রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ হাসিম আব্দুল হালিম, আর্শাদ আলি, জয়ন্ত মুখার্জি, শৈবাল চ্যাটার্জি, শুভাশিস গুপ্ত এবং অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। স্থানীয় মানুষ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সভায় অংশ নেন।

২৮-২৯ নভেম্বর ২০১৪ : গোয়ায় এ আই পি এস ও এবং ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি সম্মেলনে রাজ্য কমিটি থেকে অংশ নেন অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য। সাতাশটি দেশের প্রতিনিধি গোয়ায় সম্মেলনে অংশ নেন।

১০ ডিসেম্বর ২০১৪ : বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আয়োজনে আলোচনাচক্র। বিষয় : 'গণতান্ত্রিক সমাজে মানবাধিকারের গুরুত্ব'। বক্তা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোককুমার গাঙ্গুলি ও রবীন দেব। সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ : মৌলালী যুব কেন্দ্রে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা :

বিষয়—'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ১০০ বছর'। বক্তা—সীতারাম ইয়েচুরি। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভাগৃহ ভর্তি ছিল। বক্তার হাতে স্মারক তুলে দেন রবীন দেব। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় উৎপল দত্ত।

২০১৫

১৯ মে ২০১৫ : সকালে রাজ্য কমিটির তরফ থেকে অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন) আই টি পি সি পার্কে হো চি মিনের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন। হো চি মিনের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী এবং দুই ভিয়েতনামের সংযুক্তির ৪০ বর্ষ উপলক্ষে বিকালে ভিক্টোরিয়া কলেজের কেশব মেমোরিয়াল হলে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তা ছিলেন বিমান বসু, অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগপ্ত, রবীন দেব, গীতেশ শর্মা, ভিয়েতনাম দূতাবাসের প্রতিনিধি তান কোয়াং তুয়েন। সংগীত পরিবেশন করেন কঙ্কন ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভাগৃহ ভর্তি ছিল।

২৬ জুলাই ২০১৫ : ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিডশনের কেশব মেমোরিয়াল হলে মনকাডা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাচক্র। বিষয় — 'সমাজতান্ত্রিক কিউবা ও আজকের লাতিন আমেরিকা'। বক্তব্য রাখেন শ্যামল চক্রবর্তী, রবীন দেব, ভাণুদেব দত্ত। সভাপতি— অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

১-২ আগস্ট ২০১৫ : পাটনায় এ আই পি এস ও ন্যাশনাল একজিকিউটিভ কমিটির সভা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যোগ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, জয়ন্ত মুখার্জি, অশোক গুহ, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ : আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী দিবস উপলক্ষে এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি মৌলালির মোড়ে একটি সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন দেব, প্রবীর দেব, সমর চক্রবর্তী, শতরূপ ঘোষ, জামির মোল্লা, আর্শাদ আলি, মধুজা সেনরায়।

৮-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ : ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে সপ্তম এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিউবা সংহতি আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (কোঅর্ডিনেটর) অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক নন্দিনী মুখার্জি, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং শিক্ষক আন্দোলনের নেতা সমর চক্রবর্তী, জে কে মুখার্জি এবং রাজ্য কমিটির সদস্য ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। 'ভিয়েতনাম ইউনিয়ন অফ ফ্রেন্ডশিপ অর্গানাইজেশন' (ভুফো) এবং 'কিউবান ইনস্টিটিউট অফ ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্য পিপলস' (আই পি সি এ)-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৮টি দেশ থেকে প্রায় শ'দুয়েক প্রতিনিধি অংশ নেন।

১৬ অক্টোবর ২০১৫ : সাম্প্রদায়িক হিংসা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি সরকারের আনুগত্যকে ধিক্কার জানিয়ে ও ১৪-২১ অক্টোবর ২০১৫ ভারত মহাসাগরে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-জাপান

যৌথ নৌমহড়ার প্রতিবাদে কলকাতায় বিভিন্ন বামপন্থী দল ও সংগঠনের মহামিছিল। এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির আহ্বানে সংগঠনের সদস্যরা এই মিছিলে সংগঠনের ব্যানার নিয়ে অংশ নেন।

২৯ নভেম্বর ২০১৫ : আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন দিবস উপলক্ষে এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি মৌলালির মোড়ে একটি প্রকাশ্য সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মালা হাশমি, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিন্‌হা, প্রবীর দেব ও রবীন দেব। এছাড়া প্যালেস্তিনীয় কবি রফিক জিয়াদা'র লেখা তিনটি কবিতার স্বকৃত অনুবাদ পাঠ করেন বিশিষ্ট কবি মন্দাক্রান্তা সেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

৯ ডিসেম্বর ২০১৫ : এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজ্য যুব কেন্দ্রে (মৌলালী) অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় 'সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা'। বক্তা— অল ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং 'ইনসিওরেন্স ওয়ার্কার' পত্রিকার সম্পাদক আমানুল্লা খান। বিষয়— 'বিশ্বায়ন পর্বে বিশ্বশান্তি'। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। সঞ্চালনায় উৎপল দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন অশোক গুহ।

২০১৬

১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : ঢাকায় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী আয়োজিত 'সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় সাংস্কৃতিক কনভেনশন'-এ যোগ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হাওড়া জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চাননতলা রোডে জয়কেশ মুখার্জি হরিসাধন মিত্র ভবনে। কনভেনশন পরিচালনা করেন বিপ্লব মজুমদার, মিহির বাহিন এবং অরুণ পালকে নিয়ে গঠিত একটি সভাপতিমণ্ডলী। উপস্থিত প্রতিনিধিদের বক্তব্য পেশ করার পর কনভেনশন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ন'জনকে নিয়ে এ আই পি এস ও হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়—বিপ্লব মজুমদার, মিহির বাহিন, অরুণ পাল, বিমল লাহিড়ী, ইমতিয়াজ আহমেদ, পীযুষ দাশগুপ্ত, সমীর ভট্টাচার্য, ড. অর্ণব হালদার এবং মনীষ দেবকে নিয়ে। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন মনীষ দেব। রাজ্য কমিটির তরফ থেকে অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক গুহ এবং অফিস সম্পাদক দীপঙ্কর মজুমদার কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন) এবং অশোক গুহ রাজ্য কমিটির তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করেন।

২১-২২ জুন ২০১৬ : নেপালের কাঠমাণ্ডুতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক বৈঠক। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি ভি কে শ্রীবাস্তব, অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা সুখময় সরকার বৈঠকে অংশ নেন।

৮ জুলাই ২০১৬ : বাংলাদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হামলার নিন্দা করে রাণুচ্ছায়া মঞ্চে সভা। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ, ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ এবং সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। সভায় মূল প্রস্তাব পেশ করেন অমিতাভ চক্রবর্তী। প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন উদ্যোক্তা সংঠনগুলির তরফে অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। গড়িয়া সুচর্চা মঞ্চস্থ করেন পথনাটক 'অন্য ক্রুসেড'। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময়ী শিকদার। আবৃত্তি করেন শুভেন্দু মাইতি।

সংগীত পরিবেশন করেন বাবুনী মজুমদার, রাজ্যেশ্বর ভট্টাচার্য ও প্রদীপ রায়চৌধুরী। সভা পরিচালন করেন গোরা ঘোষ, শঙ্কর মুখার্জি ও পার্থ দাশগুপ্ত। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু মাইতি, প্রলয় চৌধুরী। জনবাদী লেখক সংঘের পক্ষে হিন্দি কবিতা আবৃত্তি করেন চন্দ্রকলা পান্ডে ও মহেন্দ্রনাথ মিশ্র। হিন্দি গান পরিবেশন করেন ত্রিলোকনাথ পান্ডে।

২৬ জুলাই ২০১৬ : কিউবার প্রতি সংহতিসূচক মনকাডা দিবস উপলক্ষে আলোচনাচক্র মহাবোধি সোসাইটি হলে। আলোচনার বিষয় : 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে কেন বেরিয়ে যেতে চায় ব্রিটেন?'। বক্তা— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন (আর্টস) এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর অধ্যাপক অরুণকুমার ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভাগৃহ ভর্তি ছিল। অধ্যাপক অরুণকুমার ব্যানার্জির আলোচনার সূত্র ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এ আই পি এস ও-র অন্যতম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল বসু।

২ আগস্ট ২০১৬ : বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত কমরেড রমেশচন্দ্রের স্মরণসভা। ইসকাফের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। বক্তা পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন দেব, ভাণুদেব দত্ত, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিন্‌হা। শোকপ্রস্তাব পেশ করেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। স্থান—নিরঞ্জন মুখার্জি ভবনের (৫ শরৎ ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪) সভাগৃহ। সভার শুরুতে সংগীত পরিবেশন করা হয়।

৯ আগস্ট ২০১৬ : 'হিরোসিমা-নাগাসাকি দিবস' উদ্‌যাপন। হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে। হাওড়ায় শরৎ সদনে। আলোচনাচক্রের বিষয় : 'আমেরিকার স্বার্থরক্ষা নয়— ভারতের চাই স্বাধীন বিদেশনীতি'। বক্তা—অধ্যাপক অশোকনাথ বসু, অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। সভাপতি পীযুষ দাশগুপ্ত। ভাষণ দেন হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক মনীষ দেব, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন) এবং অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য। সংগীত পরিবেশন করে গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা।

১৩ আগস্ট ২০১৬ : ফিদেল কাস্ত্রোর ৯০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সভা। স্থান : রামমোহন লাইব্রেরি হল। আলোচনার বিষয় 'ফিদেল মানে মাথা উঁচু করে বাঁচা'। বক্তা বিমান বসু, প্রবোধ পান্ডা। সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। সংগীত পরিবেশন করেন শুভপ্রসাদ

নন্দী মজুমদার। আবৃত্তি করেন রীণা দেব। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মন্দাক্রান্তা সেন। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

২৭ আগস্ট ২০১৬ : নয়াদিল্লির নারায়ণ দত্ত তেওয়ারি ভবনে এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশ নেন রবীন দেব, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, প্রবোধচন্দ্র সিনহা, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, অশোক গুহ, মৌসুমী রায়, উৎপল দত্ত, প্রদীপ দত্তগুপ্ত।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ : আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী দিবস পালন। মৌলালির মোড়ে প্রকাশ্য সভা। সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তা অধ্যাপক পবিত্র সরকার, নাট্যকার মনীশ মিত্র, দীপক দাশগুপ্ত, মনোজ ভট্টাচার্য, রবীন দেব, অধ্যাপক সুস্নাত দাশ, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা, যুবনেতা সায়নদীপ মিত্র। সংগীত পরিবেশন করেন বিধান মজুমদার। আবৃত্তি করেন রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ নাট্যকার সৌরভ পালোধি। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

১৯-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ : অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন) ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে চীন সফর করেন। প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের একজিকিউটিভ সেক্রেটারি ইরাক্লিস সাভদারিদিস। চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর পিস অ্যান্ড ডিসআর্মামেন্টের আমন্ত্রণেই এই সফর। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০১৬ উপলক্ষে চিনের নিঙজা হুই অটোনোমাস প্রদেশের রাজধানী শহর ইনচুয়ানে ২১-২২ সেপ্টেম্বর আয়োজিত সদস্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের প্রতিনিধিদল অংশ নেন। ৩০টি দেশের প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নেন। ২১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় প্লেনারি অধিবেশনে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে সৌমেন্দ্রনাথ বেরা বক্তব্য রাখেন। ইনচুয়ান থেকে প্রতিনিধিরা ওয়াঙজৌ সফরে যান। ইনচুয়ানে যাওয়ার আগে ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের প্রতিনিধিদল একদিনের জন্য বেজিঙে ছিলেন।

৪ অক্টোবর ২০১৬ : মহাত্মা গান্ধীর ১৪৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মহাবোধি সোসাইটি হলে আয়োজিত আলোচনাচক্র। বিষয় : 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজের ভবিষ্যৎ'। বক্তব্য রাখেন লোকসভার সদস্য মহম্মদ সেলিম। অপর বক্তা রাজ্যসভার সদস্য অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য বিমানবিভ্রাটের জন্য এসে পৌঁছতে পারেননি। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)।

২৯ নভেম্বর ২০১৬ : কলকাতায় রাজাবাজার মোড়ে আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উপলক্ষে জনসভা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিন্‌হা। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। বক্তব্য পেশ করেন ড. শ্রীকুমার চ্যাটার্জি, সমর চক্রবর্তী, আরশাদ আলি, জাভেদ আনোয়ার, মৌসুমী ঘোষ, বিকাশ ঝা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের অঙ্গীকার শাখা, কলেজ ছাত্রী রিয়া দে। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সোহম মুখার্জি।

পরিশিষ্ট-২
বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

২১ জানুয়ারি : শান্তি ও সংহতি শহীদ দিবস।
২৩ জানুয়ারি : দেশপ্রেম দিবস (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন)।
৩ মার্চ : বিদেশে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহারের পক্ষে প্রচার দিবস।
৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস।
১৪ এপ্রিল : মানবাধিকারের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ দিবস।
২০ এপ্রিল : বিশ্ব শান্তি পরিষদ দিবস।
২৯ মার্চ : রাসায়নিক যুদ্ধে নিহতদের স্মরণ দিবস।
১ মে : আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।
৯ মে : ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিজয় দিবস।
১৯ মে : হো চি মিনের জন্ম দিবস
২১ মে : মতবিনিময় ও উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবস।
৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস।
১৮ জুলাই : আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস।
২৬ জুলাই : মনকাডা দিবস।
৩০ জুলাই : আন্তর্জাতিক মৈত্রী দিবস।
৬-৯ আগস্ট : হিরোশিমা নাগাসাকি দিবস।
১৫ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবস : গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস।
১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস।
২১ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস।
২ অক্টোবর : গান্ধীজীর জন্মদিবস : ধর্মনিরপেক্ষতা বাঁচাও দিবস।
৬ অক্টোবর : ড. মেঘনাদ সাহার জন্মদিবস।
১৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস।
১০ নভেম্বর : শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান দিবস।
২৯ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস।
১০ ডিসেম্বর : বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।
১৪ ডিসেম্বর : ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের প্রতি সংহতি দিবস।
২০ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক মানব সংহতি দিবস।

পরিশিষ্ট-৩
এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক

বিগত রাজ্য সম্মেলনের পর থেকে নিম্নলিখিত বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে—

২৭ এপ্রিল ২০১৩ : নিরঞ্জন মুখার্জি ভবনে (৫ শরৎ ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-১৪) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক।

২৩ আগস্ট ২০১৩ : নিরঞ্জন মুখার্জি ভবনে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক।

৬ অক্টোবর ২০১৩ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে রাজ্য কমিটির বৈঠক।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ : নিরঞ্জন মুখার্জি ভবনে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক।

২৬ জুলাই ২০১৪ : সত্যপ্রিয় ভবনের এ বি টি এ হলে রাজ্য কমিটির বৈঠক।

১২ নভেম্বর ২০১৪ : কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে (৫৫ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত সভা।

৯ জুলাই ২০১৫ : কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক।

২১ আগস্ট ২০১৫ : কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা দপ্তরের সভাঘরে (৭০এ, এস এন ব্যানার্জি রোড) রাজ্য কমিটির বৈঠক।

১৩ জুলাই ২০১৬ : কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক।

২ নভেম্বর ২০১৬ : পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা দপ্তরের সভাঘরে অনুষ্ঠিত রাজ্য কমিটির বৈঠক।

২ ডিসেম্বর ২০১৬ : কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক।